একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের গতির বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য একস্থানে স্থিত নয়। সূর্য অন্যান্য গ্রহের মত ভ্রমণশীল। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে দিন এবং রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সূর্য যখন উত্তরায়ণে ভ্রমণ করে, তখন তার গতি দিনের বেলায় মন্দ এবং রাত্রে দ্রুত হয়, তার ফলে দিবসের বৃদ্ধি এবং রাত্রির হ্রাস হয়। তেমনই, সূর্য যখন দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করে, তখন দিনের বেলায় তার গতি দ্রুত এবং রাত্রে মন্দ হয়, এবং তার ফলে দিবাভাগের হ্রাস এবং রাত্রির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সূর্য যখন কর্কট-রাশিতে প্রবেশ করে সিংহ-রাশি হয়ে ধনু-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তেমনই, সূর্য যখন মকর-রাশিতে প্রবেশ করে কুম্ভ-রাশি হয়ে মিথুন-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয়ে উত্তরায়ণ। সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকে, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়।

মানসোত্তর পর্বতে চার দেবতার নিবাস রয়েছে। সুমেরু পর্বতের পূর্বে ইন্দ্রের পুরী দেবধানী, সুমেরুর দক্ষিণে যমরাজের পুরী সংযমনী, সুমেরুর পশ্চিমে জলের নিয়ন্তা বরুণের পুরী নিমলোচনী এবং সুমেরুর উত্তরে চন্দ্রের পুরী বিভাবরী রয়েছে। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে, এই সমস্ত স্থানে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত এবং রাত্রি হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যেখানে সূর্যোদয় হয়, তার ঠিক উল্টো দিকে সূর্যাস্ত হবে। তেমনই, যেখানে মধ্যাহ্ন, তার বিপরীত স্থানে দেখা যাবে মধ্যরাত্রি। সূর্য, চন্দ্র আদি অন্যান্য গ্রহসহ উদিত হয় এবং অস্ত যায়।

কালচক্র সংবৎসর নামক সূর্যের রথের চাকায় প্রতিষ্ঠিত। সূর্যের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি। অরুণদেব এই অশ্বদের ৯লক্ষ যোজন পরিমিত রথের জোয়ালিতে যোজিত করেন এবং এই ভাবে সেই রথ আদিত্যদেবকে বহন করে। বালিখিল্য নামক ষাট হাজার ঋষি সর্বদা সূর্যদেবের সম্মুখে থেকে তাঁর স্তব করেন। চোদ্দ জন গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবগণ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি মাসে পৃথক পৃথক কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবের মাধ্যমে পরমাত্মার উপাসনা করেন। এইভাবে সূর্যদেব ৯কোটি ৫১লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রতি ক্ষণে ১৬ হাজার ৪ মাইল বেগে ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবানেব ভূবলয়স্য সন্নিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবান্**—এতখানি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূ-বলয়স্য সন্নিবেশঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন; **প্রমাণ-লক্ষণতঃ**—লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে (দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে ৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল); **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল ব্যাস) বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২

এতেন হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবাদীনাং তে অন্তরেণান্তরীক্ষং তদুভয়সন্ধিতম্ ॥ ২ ॥

এতেন—এই বিবেচনা অনুসারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দিবঃ**—স্বর্গ; **মণ্ডল-মানম্**—মণ্ডলের পরিমাপ; **তৎ-বিদঃ**—যে সমস্ত পণ্ডিতেরা তা জানেন; **উপদিশন্তি**—উপদেশ করেন; **যথা**—ঠিক যেমন; **দ্বি-দলয়োঃ**—দুই অর্ধভাগে; **নিষ্পাব-আদীনাম্**—গম আদি শস্যের; **তে**—দুই ভাগের; **অন্তরেণ**—অন্তর্বর্তী স্থান; **অন্তরীক্ষম্**—অন্তরীক্ষ বা আকাশ; **তৎ**—দুয়ের দ্বারা; **উভয়**—উভয় দিকেই; **সন্ধিতম্**—যেখানে দুটি ভাগ যুক্ত হয়।

অনুবাদ

গম আদি দ্বিদল শস্যের অধঃস্থিত দলের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ দলের পরিমাণ জানা যায়, তেমনই ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাপ জানা হলে ঊর্ধ্বভাগের পরিমাপ সহজেই জানা যায়। ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ। তা ভূগোলকের ঊর্ধ্বে এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত।

শ্লোক ৩

যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাম্পতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং প্রতপত্যবভাসয়ত্যাত্মভাসা স এষ উদগয়নদক্ষিণায়নবৈষুবতসংজ্ঞাভির্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমানাভির্গতিভিরারোহণাবরোহণসমানস্থানেষু যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিষু রাশিষ্বহোরাত্রাণি দীর্ঘহ্রস্বসমানানি বিধত্তে ॥ ৩ ॥

যৎ—যার (অন্তর্বর্তী স্থান); **মধ্য-গতঃ**—মাঝখানে অবস্থিত হয়ে; **ভগবান**—পরম শক্তিমান; **তপতাম্ পতিঃ**—ব্রহ্মাণ্ডে যাঁরা তাপ প্রদান করেন তাঁদের পতি; **তপনঃ**—সূর্য; **আতপেন**—তাপের দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিলোকের; **প্রতপতি**—তপ্ত করে; **অবভাসয়তি**—আলোকিত করেন; **আত্ম-ভাসা**—তার উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা; **সঃ**—তা; **এষঃ**—এই সূর্যগোলক; **উদগয়ন**—বিষুবরেখার উত্তর দিকে গমনের; **দক্ষিণ-অয়ন**—বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে গমনের; **বৈষুবত**—অথবা বিষুবরেখার মধ্যে গমনের; **সংজ্ঞাভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **মান্দ্য**—মন্থর; **শৈঘ্র্য**—দ্রুত; **সমানাভিঃ**—সমান; **গতিভিঃ**—গতির দ্বারা; **আরোহণ**—আরোহণ; **অবরোহণ**—অবরোহণ; **সমান**—মধ্যস্থানে অবস্থিতি; **স্থানেষু**—স্থিতিতে; **যথা-সবনম্**—ভগবানের আদেশ অনুসারে; **অভিপদ্যমানঃ**—ভ্রমণ করে; **মকর-আদিষু**—মকর আদি; **রাশিষু**—বিভিন্ন রাশিতে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **দীর্ঘ**—দীর্ঘ; **হ্রস্ব**—হ্রস্ব; **সমানানি**—সমান; **বিধত্তে**—করে।

অনুবাদ

সেই অন্তরীক্ষের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রভৃতি তাপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর তেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবরেখার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় সূর্যের গতি যথাক্রমে মন্দ, ক্ষিপ্র এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও সমস্থানে মকর আদি রাশিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য ভগবানের চক্ষু সদৃশ, এবং ভগবানেরই আজ্ঞায় কালচক্রে ভ্রমণ করছেন। সূর্য তাপ এবং আলোক প্রদানে অন্তহীন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সমস্ত গ্রহের রাজা। আমি সেই সূর্যদেবের নিয়ন্তা আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" সূর্যকে যদিও পরম শক্তিমান ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যদিও তা সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, তবুও তাঁকে গোবিন্দের আদেশ পালন করতে হয়। ভগবান সূর্যদেবকে যে কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা থেকে তিনি এক ইঞ্চিও সরে যেতে পারেন না। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকলকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আদেশ পালন করতে হয়। সমগ্র জড়া প্রকৃতি তাঁর আদেশ পালন করছে। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত মানুষ প্রকৃতির ক্রিয়ার পেছনে যে ভগবানের পরম আদেশ রয়েছে তা বুঝতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের আদেশ পালন করছে এবং তার ফলে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪

যদা মেষতুলয়োর্বর্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্ধন্তে হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **মেষ-তুলয়োঃ**—মেষ এবং তুলা রাশিতে; **বর্ততে**—সূর্য থাকে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **সমানানি**—সমান; **ভবন্তি**—হয়; **যদা**—যখন; **বৃষভ-আদিষু**—বৃষ, মিথুন আদি; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **চ**—ও; **রাশিষু**—রাশিতে; **চরতি**—বিচরণ করে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহানি**—দিন;

এব—নিশ্চিতভাবে; **বর্ধন্তে**—বর্ধিত হয়; **হ্রসতি**—হ্রাস পায়; **চ**—এবং; **মাসি মাসি**—প্রত্যেক মাসে; **এক-একা**—এক-এক; **ঘটিকা**—আধ ঘণ্টা; **রাত্রিষু**—রাত্রে।

অনুবাদ

সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকেন, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পঞ্চ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি পায়, এবং প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। তারপর দিনের মান প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে কমতে কমতে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু বর্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্যয়াণি ভবন্তি ॥৫॥

যদা—যখন; **বৃশ্চিকাদিষু**—বৃশ্চিক আদি; **পঞ্চসু**—পাঁচ; **বর্ততে**—থাকে; **তদা**—সেই সময়ে; **অহঃ-রাত্রাণি**—দিন এবং রাত্রি; **বিপর্যয়াণি**—বিপরীত (দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রির মান বৃদ্ধি পায়); **ভবন্তি**—হয়।

অনুবাদ

সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেষ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৬

যাবদ্দক্ষিণায়নমহানি বর্ধন্তে যাবদুদগয়নং রাত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দক্ষিণ-অয়নম্**—সূর্য দক্ষিণায়নে বিচরণ করে; **অহানি**—দিন; **বর্ধন্তে**—বর্ধিত হয়; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত; **উদগয়নম্**—সূর্য উত্তরায়ণে গমন করে; **রাত্রয়ঃ**—রাত্র।

অনুবাদ

সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্যন্ত দিবাভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং উত্তরায়ণ পর্যন্ত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্লোক ৭

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি যোজনানাং মানসোত্তরগিরি-পরিবর্তনস্যোপদিশন্তি তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্বস্মান্মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম তাসূদয়মধ্যাহ্নাস্তময়নিশীথানীতি ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ মেরোশ্চতুর্দিশম্ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **নব**—নয়; **কোটয়ঃ**—কোটি; **এক-পঞ্চাশৎ**—একান্ন; **লক্ষাণি**—লক্ষ; **যোজনানাম্**—যোজনের; **মানসোত্তর-গিরি**—মানসোত্তর পর্বত; **পরিবর্তনস্য**—প্রদক্ষিণের; **উপদিশন্তি**—(পণ্ডিতেরা) উপদেশ দেন; **তস্মিন্**—তাতে (মানসোত্তর পর্বতে); **ঐন্দ্রীম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **পুরীম্**—নগরী; **পূর্বস্মাৎ**—পূর্ব দিকে; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **দেবধানীম্**—দেবধানী; **নাম**—নামক; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিকে; **যাম্যাম্**—যমরাজের; **সংযমনীম্**—সংযমনী; **নাম**—নামক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে; **বারুণীম্**—বরুণের; **নিম্লোচনীম্**—নিম্লোচনী; **নাম**—নামক; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **সৌম্যাম্**—চন্দ্রের; **বিভাবরীম্**—বিভাবরী; **নাম**—নামক; **তাসু**—সেই সবের মধ্যে; **উদয়**—সূর্যোদয়; **মধ্যাহ্ন**—মধ্যাহ্ন; **অস্তময়**—সূর্যাস্ত; **নিশীথানি**—মধ্যরাত্রি; **ইতি**—এইভাবে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **প্রবৃত্তি**—কার্যকলাপের; **নিবৃত্তি**—কার্যকলাপের সমাপ্তি; **নিমিত্তানি**—কারণ; **সময়-বিশেষেণ**—বিশেষ সময়ের দ্বারা; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **চতুঃ-দিশম্**—চারদিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংযমনী নামে যমের, পশ্চিমে নিম্লোচনী নামে বরুণের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে, এবং তার ফলে সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৮-৯

তত্রত্যানাং দিবসমধ্যঙ্গত এব সদাদিত্যস্তপতি সব্যেনাচলং দক্ষিণেন করোতি ॥ ৮ ॥ যত্রোদেতি তস্য হ সমানসূত্রনিপাতে নিম্লোচতি যত্র

ক্বচন স্যন্দেনাভিতপতি তস্য হৈষ সমানসূত্রনিপাতে প্রস্বাপয়তি তত্র গতং ন পশ্যন্তি যে তং সমনুপশ্যেরন্ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যানাম্—মেরু পর্বতবাসীদের; **দিবস-মধ্যঙ্গতঃ**—মধ্যাহ্নকালীন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সদা**—সর্বদা; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—তপ্ত করে; **সব্যেন**—বাম দিকে; **অচলম্**—সুমেরু পর্বত; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণমুখী বায়ুর প্রভাবে সূর্য দক্ষিণ দিকে যায়); **করোতি**—গমন করে; **যত্র**—যে পর্যন্ত; **উদেতি**—উদিত হয়; **তস্য**—সেই স্থানের; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **সমান-সূত্র-নিপাতে**—ঠিক বিপরীত দিকে; **নিম্লোচতি**—সূর্য অস্ত যায়; **যত্র**—যেখানে; **ক্বচন**—কোথাও; **স্যন্দেন**—স্বেদ উৎপাদন করে; **অভিতপতি**—তপ্ত করে (মধ্যাহ্নে); **তস্য**—তার; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই (সূর্য); **সমান-সূত্র-নিপাতে**—ঠিক বিপরীত দিকে; **প্রস্বাপয়তি**—নিদ্রিত করে (মধ্য রাত্রে); **তত্র**—সেখানে; **গতম্**—গত; **ন পশ্যন্তি**—দেখে না; **যে**—যে; **তম্**—সূর্যাস্ত; **সমনুপশ্যেরন্**—দেখে।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উষ্ণতা অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা তাঁদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও নক্ষত্র অভিমুখী স্বাভাবিক গতি অনুসারে সুমেরুকে বামদিকে রেখে বামাবর্তে ভ্রমণ করেন, তবুও দক্ষিণাবর্ত বায়ুর প্রভাবে সুমেরুকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন। যে স্থানে মানুষ সূর্যের উদয় হতে দেখছে, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত দেশের মানুষেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত দর্শন করবে, এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার সমসূত্রপাত স্থানে সেখানকার মানুষদের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে স্থানে অবস্থিত হয়ে মানুষ সূর্য অস্ত দর্শন করে, তারা তার সমসূত্রপাত স্থানে গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না।

শ্লোক ১০

যদা চৈন্দ্র্যাঃ পুর্যাঃ প্রচলতে পঞ্চদশঘটিকাভির্যাম্যাং সপাদকোটিদ্বয়ং যোজনানাং সার্ধদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপযাতি ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **চ**—এবং; **ঐন্দ্র্যাঃ**—ইন্দ্রের; **পুর্যাঃ**—পুরী থেকে; **প্রচলতে**—গমন করে; **পঞ্চদশ**—পনের; **ঘটিকাভিঃ**—আধ ঘণ্টা (প্রকৃতপক্ষে ২৪ মিনিট); **যাম্যাম্**—

যমপুরীতে; **সপাদ-কোটি-দ্বয়ম্**—সোয়া দুই কোটি (২ কোটি ২৫ লক্ষ); **যোজনানাম্**—যোজনের; **সার্ধ**—এবং অর্ধ; **দ্বাদশ-লক্ষাণি**—১২ লক্ষ; **সাধিকানি**—পঁচিশ হাজার অধিক; **চ**—এবং; **উপযাতি**—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

সূর্য যখন ইন্দ্রের পুরী দেবধানী থেকে যমপুরী সংযমনীতে গমন করেন, তখন তিনি ১৫ ঘটিকায় (৬ ঘণ্টায়) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল) পথ অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

সাধিকানি শব্দে *পঞ্চ-বিংশতি-সহস্রাধিকানি* অথবা ২৫ হাজার যোজন বোঝায়। তার সঙ্গে ২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সাড়ে বারো লক্ষ যোজন হচ্ছে সূর্যের এক পুরী থেকে অন্য পুরীতে গমনের দূরত্ব। অর্থাৎ ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন বা ১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল। সেই দূরত্বের চার গুণ বা ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) সূর্যের কক্ষপথ।

শ্লোক ১১

এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীং চ পুনস্তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি সহ বা নিম্লোচন্তি ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বারুণীম্**—বরুণের পুরী পর্যন্ত; **সৌম্যাম্**—চন্দ্রের পুরী পর্যন্ত; **ঐন্দ্রিং চ**—এবং ইন্দ্রের পুরী পর্যন্ত; **পুনঃ**—পুনরায়; **তথা**—এই প্রকার; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **গ্রহাঃ**—গ্রহগণ; **সোম-আদয়ঃ**—চন্দ্র আদি; **নক্ষত্রৈঃ**—সমস্ত নক্ষত্রের; **সহ**—সহ; **জ্যোতিশ্চক্রে**—জ্যোতিশ্চক্রে; **সমভ্যুদ্যন্তি**—উদিত হয়; **সহ**—সঙ্গে; **বা**—অথবা; **নিম্লোচন্তি**—অস্ত যায়।

অনুবাদ

যমরাজের পুরী থেকে সূর্য বরুণের পুরী নিম্লোচনীতে যান, সেখান থেকে চন্দ্রের পুরী বিভাবরীতে যান এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে ফিরে আসেন। ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং অস্তে গমন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী*—"নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র।" তা থেকে বোঝা যায় যে, চন্দ্রও অন্যান্য নক্ষত্রদের মতো। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি সূর্য রয়েছে যা গতিশীল। নক্ষত্রগুলিও এক-একটি সূর্য—এই পাশ্চাত্য মতবাদটি বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি, এবং আমরা এই কথাও মেনে নিতে পারি না যে, এই সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য। কারণ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড জড় উপাদানের আবরণে আচ্ছাদিত, তাই যদিও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তবুও এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ড দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা যা কিছু দেখছি তা সবই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে রয়েছে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা রয়েছেন এবং বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দেবতারা রয়েছেন, কিন্তু সূর্য কেবলমাত্র একটি।

শ্লোক ১২

এবং মুহূর্তেন চতুস্ত্রিংশল্লক্ষযোজনান্যষ্টশতাধিকানি সৌরো রথস্ত্রয়ীময়োঽসৌ চতসৃষু পরিবর্ততে পুরীষু ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; **মুহূর্তেন**—এক মুহূর্তে (৪৮ মিনিটে); **চতুঃ-ত্রিংশৎ**—চৌত্রিশ; **লক্ষ**—লক্ষ; **যোজনানি**—যোজন; **অষ্ট-শত-অধিকানি**—অষ্ট শত অধিক; **সৌরঃ রথঃ**—সূর্যদেবের রথ; **ত্রয়ী-ময়ঃ**—যা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা উপাসিত হয় (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ *সবিতুর্* ইত্যাদি); **অসৌ**—তা; **চতসৃষু**—চার দিকে; **পরিবর্ততে**—পরিভ্রমণ করে; **পুরীষু**—বিভিন্ন পুরীর চতুর্দিকে।

অনুবাদ

এইভাবে সূর্যদেবের রথ যা ত্রয়ীময়, অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাসিত হয়, তা এক মুহূর্তে ৩৪ লক্ষ ৮ শত যোজন (২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ১৩

যস্যৈকং চক্রং দ্বাদশারং ষণ্নেমি ত্রিণাভি সংবৎসরাত্মকং সমামনন্তি তস্যাক্ষো মেরোর্মূর্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবদ্ ভ্রমন্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥ ১৩ ॥

যস্য—যার; **একম্**—এক; **চক্রম্**—চক্র; **দ্বাদশ**—বারো, **অরম্**—অর; **ষট্**—ছয়; **নেমি**—নেমি; **ত্রি-নাভি**—তিনটি নাভির মধ্যভাগ; **সংবৎসর-আত্মকম্**—সংবৎসর-রূপী; **সমামনন্তি**—তাঁরা পূর্ণরূপে বর্ণনা করেন; **তস্য**—সূর্যের রথ; **অক্ষঃ**—অক্ষ; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **মূর্ধনি**—উপরে; **কৃতঃ**—অবস্থিত; **মানসোত্তরে**—মানসোত্তর পর্বতে; **কৃত**—অবস্থিত; **ইতর-ভাগঃ**—অপর প্রান্ত; **যত্র**—যেখানে; **প্রোতম্**—প্রোথিত; **রবি-রথ-চক্রম্**—সূর্যদেবের রথের চাকা; **তৈল-যন্ত্র-চক্রবৎ**—তেল নিষ্কাশন করার যন্ত্রের মতো; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণ করে; **মানসোত্তর-গিরৌ**—মানসোত্তর পর্বতে; **পরিভ্রমতি**—পরিভ্রমণ করে।

অনুবাদ

সূর্যদেবের রথে সংবৎসর নামক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অর, ছয় ঋতু তার নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য তার তিনটি নাভি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সুমেরুর শিখরে এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিভ্রমণ করছে।

শ্লোক ১৪

তস্মিন্নক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োঽক্ষস্তুর্যমানেন সম্মিতস্তৈলযন্ত্রাক্ষবদ্ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ অক্ষে—সেই অক্ষে; **কৃত-মূলঃ**—যার মূল নিবদ্ধ; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **অক্ষঃ**—অক্ষ; **তুর্যমানেন**—এক-চতুর্থাংশের দ্বারা; **সম্মিতঃ**—পরিমাণ; **তৈল-যন্ত্র-অক্ষ-বৎ**—তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো; **ধ্রুবে**—ধ্রুবলোকে; **কৃত**—আবদ্ধ; **উপরিভাগঃ**—ঊর্ধ্বভাগ।

অনুবাদ

তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, যার দৈর্ঘ্য প্রথম অক্ষরটির এক-চতুর্থাংশ (৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ যোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রজ্জুর দ্বারা ধ্রুবলোকের সঙ্গে সংযুক্ত।

শ্লোক ১৫

রথনীড়স্তু ষট্ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়তস্তত্তুরীয়ভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগো যত্র হয়াশ্ছন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥ ১৫ ॥

রথ-নীড়ঃ—রথের অভ্যন্তর; **তু**—কিন্তু; **ষট্-ত্রিংশৎ-লক্ষ-যোজন-আয়তঃ**—৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ; **তৎ-তুরীয়-ভাগ**—তার এক-চতুর্থাংশ (৯ লক্ষ যোজন); **বিশালঃ**—বিস্তার; **তাবান্**—ততখানি; **রবি-রথ-যুগঃ**—অশ্ব সংযোজন করার জোয়াল; **যত্র**—যেখানে; **হয়াঃ**—অশ্বগণ; **ছন্দঃ-নামানঃ**—বৈদিক ছন্দের নাম সমন্বিত; **সপ্ত**—সাত; **অরুণ-যোজিতাঃ**—অরুণদেব কর্তৃক সংযোজিত; **বহন্তি**—বহন করে; **দেবম্**—দেবতাকে; **আদিত্যম্**—সূর্যদেব।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেবের রথ ৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (৯ লক্ষ যোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রথের অশ্বগুলির নামকরণ হয়েছে গায়ত্রী আদি বৈদিক ছন্দের নাম অনুসারে। অরুণদেব সেই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন দীর্ঘ রথের জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই রথ নিরন্তর সূর্যদেবকে বহন করে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্ জগতী ত্রিষ্টুপেব চ ।
অনুষ্টুপ পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥

সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতি, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ এবং পঙ্‌ক্তি। বৈদিক ছন্দের এই নামগুলি সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম।

শ্লোক ১৬

পুরস্তাৎ সবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্তঃ সৌত্যে কর্মণি কিলাস্তে ॥১৬॥

পুরস্তাৎ—সম্মুখে; **সবিতুঃ**—সূর্যদেবের; **অরুণঃ**—অরুণদেব; **পশ্চাৎ**—পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন; **চ**—এবং; **নিযুক্তঃ**—নিযুক্ত; **সৌত্যে**—সারথির; **কর্মণিঃ**—কার্যে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **আস্তে**—রয়েছেন।

অনুবাদ

অরুণদেব যদিও সূর্যদেবের সামনে অবস্থিত হয়ে রথের অশ্ব পরিচালনারূপ সারথির কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাৎপর্য

বায়ুপুরাণে অশ্বগুলির স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে—

সপ্তাশ্বরূপচ্ছন্দাংসী বহন্তে বামতো রবিম্ ।
চক্রপক্ষনিবদ্ধানি চক্রেবাক্ষঃ সমাহিতঃ ॥

যদিও অরুণদেব সম্মুখে উপবেশন করে রথের অশ্ব পরিচালনা করছেন তবুও তিনি পিছন ফিরে তাঁর বামদিক থেকে সূর্যদেবকে দর্শন করছেন।

শ্লোক ১৭

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি পুরতঃ সূর্যং সূক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তবন্তি ॥ ১৭ ॥

তথা—সেখানে; **বালিখিল্যাঃ**—বালিখিল্য; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব-মাত্রাঃ**—অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত; **ষষ্টি-সহস্রাণি**—ষাট হাজার; **পুরতঃ**—সম্মুখে; **সূর্যম্**—সূর্যদেবকে; **সু-উক্ত-বাকায়**—মধুর বাক্যে; **নিযুক্তাঃ**—নিযুক্ত; **সংস্তবন্তি**—স্তব করছেন।

অনুবাদ

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষাট হাজার বালিখিল্য ঋষি সূর্যদেবের সম্মুখে স্তুতিবাক্যে তাঁর স্তব করছেন।

শ্লোক ১৮

তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্বাপ্সরসো নাগা গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা ইত্যেকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দশ মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্যমাত্মানং নানানামানং পৃথঙ্নানানামানঃ পৃথক্কর্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; **অন্যে**—অন্য; **চ**—ও; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব ও অপ্সরা; **নাগাঃ**—নাগ; **গ্রামণ্যঃ**—যক্ষ; **যাতুধানাঃ**—রাক্ষস; **দেবাঃ**—দেবতা;

ইতি—এই প্রকার; **এক-একশঃ**—একে-একে; **গণাঃ**—সমূহ; **সপ্ত**—সাত; **চতুর্দশ**—চোদ্দ; **মাসি মাসি**—প্রত্যেক মাসে; **ভগবন্-তম্**—পরম শক্তিমান দেবতা; **সূর্যম্**—সূর্য; **আত্মানম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **নানা**—বিবিধ; **নামানম্**—নাম সমন্বিত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **নানা-নামানঃ**—বিভিন্ন নাম সমন্বিত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দ্বন্দ্বশঃ**—দুইজন; **উপাসতে**—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

তেমনই অন্য চোদ্দজন—ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা দুজন করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্যং গন্ধর্বৈর্গীয়তে পুরঃ ।
নৃত্যন্তোঽপ্সরসো যান্তি সূর্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভিষুসংগ্রহঃ ।
বালিখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য সমাসতে ॥
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্যমণ্ডলে মুনিসত্তম ।
হিমোষ্ণ বারিবৃষ্টীণাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ ॥

সূর্যদেবের আরাধনা করে গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে গান করেন, অপ্সরারা রথের সম্মুখে নৃত্য করেন, নিশাচরেরা সেই রথ অনুসরণ করেন, পন্নগেরা রথকে সাজান, যক্ষেরা সেই রথ রক্ষা করেন এবং বালিখিল্য ঋষিরা সূর্যদেবকে বেষ্টন করে স্তব করেন। চোদ্দজন পার্ষদের সাতটি দল সারা ব্রহ্মাণ্ডে যথা সময়ে হিম, তাপ এবং বৃষ্টির আয়োজন করেন।

শ্লোক ১৯

লক্ষোত্তরং সার্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন সগব্যূত্যুত্তরং দ্বিসহস্রযোজনানি স ভুঙ্‌ক্তে ॥ ১৯ ॥

লক্ষ-উত্তরম্—এক লক্ষের অধিক; **সার্ধ**—৫০ লক্ষ; **নব-কোটি-যোজন**—নয় কোটি যোজন; **পরিমণ্ডলম্**—পরিধি; **ভূ-বলয়স্য**—ভূগোলকে; **ক্ষণেন**—এক ক্ষণে;

সগব্যূতি-উত্তরম্—দুই ক্রোশ (চার মাইল); **দ্বি-সহস্র-যোজনানি**—দুই হাজার যোজন; **সঃ**—সূর্যদেব; **ভুঙ্‌ক্তে**—অতিক্রম করেন।

অনুবাদ

হে রাজন, ভূমণ্ডলে সূর্যদেব তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিক্ষণে দুই হাজার যোজন এবং দুই ক্রোশ (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সূর্যের গতির বর্ণনা' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।